প্রথম আলো

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... 23 JAN 2017 কলাম ...

পাল্টাপাল্টি মামলা, ছাত্রলীগ থেকে ১৯ জনকে বহিষ্কার

নিজস্ব ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুটি পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা হয়েছে। কলেজ-সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগের মতো এবারও সংঘর্ষ হয়েছে হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও ধরে রাখাকে কেন্দ্র করে। আর যারা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তারাই কলেজের আশপাশের বিপণিবিতান ও ফুটপাতের হকারদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

গতকাল রোববার বিকেলে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শনিবারের ঘটনায় ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের ১৯ জন নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার করার কথা জানায়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আহ্বায়ক নূরে আলম ভূঁইয়া ও চার যুগ্ম আহ্বায়ক হিরণ ভূঁইয়া, শাহজাহান ভূঁইয়া শামীম, সালেহ আহমেদ হৃদয় ও সামাদ আজাদ জুলফিকার; সদস্য শাহরিয়ার রাশেদ, হাসানুজ্জামান মুন্না, রহমতুল্লাহ, রুবেল মণ্ডল ও সাদ্দাম হোসেন। এ ছাড়া আবদুল আজিজ ফয়েজ, মাহমুদুর রহমান সৈকত, নাইম ইবনে আজাদ, তুহিন, জসিম উদ্দিন, মাইনুল ইসলাম, মিল্টন খন্দকার, রানা ও সুজন নামে নয়জন কর্মীকেও বহিষ্কার করা হয়।

এক নেতাকে কতবার বহিষ্কার

গতকাল বহিষ্কৃতদের একজন আবদুল আজিজ ফয়েজ ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তাঁকে ২০১৩ সালের ২৯ নভেম্বর কলেজছাত্র ফারুক হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়। তিনি ওই মামলার ২ নম্বর আসামি। সেই বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই গতকাল তাঁকে আবার সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হলো।

প্রথমবার বহিষ্কারের পর পুলিশের খাতায় পলাতক হলেও ২০১৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর বকশীবাজারে এক সংঘর্ষে গুলি ছুড়তে থাকা অবস্থায় *প্রথম আলোর* ক্যামেরায় ধরা পড়েন ফয়েজ। কিন্তু সে সময় ওই ব্যক্তি ছাত্রলীগের কেউ নন বলে এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেন সংগঠনের তৎকালীন কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান।

ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এস এম জাকির হোসাইন *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, এই ফয়েজ জুনিয়র, আরেগর বহিষ্কৃত ফয়েজের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় আট নেতার সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির জ্যেষ্ঠতম সদস্য কাজী এনায়েত *প্রথম আলোকে* বলেন, 'গতকালের ঘটনায় বহিরাগত ব্যক্তিরা এসে কলেজে আক্রমণ করেছে, এমন তথ্যের ভিত্তিতে ফয়েজকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। ফয়েজ আগে ঢাকা কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ছিল।'

দুই মামলায় ৪৬ জন আসামি

শনিবারের সংঘর্ষের ঘটনায় গতকাল বিকেলে নিউমার্কেট থানায় দুটি মামলা হয়েছে। একটি মামলার বাদী ননী গোপাল দাস। তিনি নূরে আলম ভূঁইয়াসহ ২০ জনকে আসামি করেছেন। আরেক মামলার বাদী শাহজালাল। তিনি ছাত্রলীগের আরেক পক্ষ হিরণ ভূঁইয়াসহ ২৬ জনকে আসামি করেছেন। উভয় মামলার বাদীই কলেজের ছাত্র এবং সংঘর্ষের ঘটনায় আহত। দুজনই হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনেছেন।

নিউমার্কেট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, সংঘর্ষের ঘটনায় দুই দলের ৩২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসগুলোয় তল্লাশি চলছে। অনেকগুলো রামদা, চাপাতি, রড ও পাইপ উদ্ধার হয়েছে। পরিচয়পত্র দেখে সাধারণ ছাত্রদের হলে তোলা হয়েছে।

এদিকে গতকালও কলেজ ক্যাম্পাস ছিল থমথমে। 'অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি' এড়াতে মোতায়েন ছিল শতাধিক পুলিশ।

ঢাকা কলেজে সংঘর্ষ

ঢাকা কলেজে যাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে, তারাই আশপাশের বিপণিবিতান ও ফুটপাতের চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে অভিযোগ আছে। সেখানকার বিচার-সালিসেও তাদের প্রাধান্য থাকে

সংঘর্ষের নেপথ্যে

সংঘর্ষের নেপথ্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ২৯ নভেম্বর রাতে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি ফুয়াদ হাসান ও সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসানের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। তাতে প্রাণিবিদ্যা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অংশ নেওয়া আসাদুজ্জামান ফারুক নিহত হন। ওই ঘটনার জেরে ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। গত বছর ১৭ নভেম্বর নূরে আলম ভূঁইয়াকে আহ্বায়ক করে আবার কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। নূরে আলম ভূঁইয়া কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে গেছেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, নূরে আলম ভূঁইয়াকে নতুন করে ঢাকা কলেজে ঢোকার সুযোগ দেওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে কলেজের নিয়ন্ত্রণকারী ছাত্রলীগের আরেকটি অংশ। ছয়জনের নেতৃত্বে এই অংশটি কলেজের আটটি হলের মধ্যে পাঁচটি—উত্তর ছাত্রাবাস, আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস, পশ্চিম ছাত্রাবাস, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ছাত্রাবাস ও শহীদ ফরহাদ হোসেন ছাত্রাবাস নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁরা হলেন হিরণ ভূঁইয়া, শেখ রাসেল, রাসেল মাহমুদ, জামাল উদ্দিন, হুমায়ূন রানা ও ইমরুল হাসান।

নূরে আলম ভূঁইয়া হলে ঢোকার আগে তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁকে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় তিনি আসলে একা আসবেন। তিনি এ ব্যবস্থা মেনেও নেন এবং গত ২১ নভেম্বর হলে ওঠেন। অভিযোগ আছে, এরপর থেকে তিনি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করেন। এ কাজে তিনি আগে হল থেকে বিতাড়িত হওয়া ও বহিরাগত ক্যাডারদের সহযোগিতা নেন।

ছাত্রলীগের একাধিক কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, গত শনিবার উত্তর ছাত্রাবাস লক্ষ্য করে দুই পাশ থেকে হামলা হয়। যে ছয়জন ঢাকা কলেজ নিয়ন্ত্রণ করছেন তাঁদের পাঁচজনই উত্তর ছাত্রাবাসে থাকেন। তবে তাঁরা কেউ তখন হলে ছিলেন না। হামলাকারীরা আটটি মোটরসাইকেল পোড়ায়, কমপক্ষে ২৫টি কক্ষে ভাঙচুর করে। হামলাকারীদের মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপ-স্কুলছাত্রবিষয়ক সম্পাদক সোহেল রানা, ঢাকা কলেজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাকিব হাসান ও ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আবদুল আজিজ ফয়েজের লোকজনও ছিল।

গত বছরের ১৬ জুন সোহেল রানাকে বের করে দিয়েছিল হিরণ ভূঁইয়ার দল। তার আগে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

কেন মরিয়া দুই পক্ষ?

ঢাকা কলেজে যাদের নিয়ন্ত্রণ থাকে, তারাই এর সংলগ্ন বিপণিবিতান, ফুটপাতের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে বলে অভিযোগ আছে। সেখানকার বিচার-সালিসেও তাদের প্রাধান্য থাকে।

২০১৫ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতার কাছ থেকে শাড়ির দাম বেশি চাওয়াকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি হকার্স মার্কেটের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় ঢাকা কলেজের অজ্ঞাতনামা ২০০ ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ব্যবসায়ীরা সে সময় দাবি করেন, ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা রামদা, চাপাতি, লাঠি, হকিস্টিকসহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে মার্কেটে হামলা চালান। তাঁরা মার্কেটের দোকান, সিসি ক্যামেরাসহ আসবাব ভাঙচুর এবং কয়েকটি দোকান থেকে মালামাল লুট করেছেন।

ছয় মাসের ব্যবধানে ২০১৬ সালের ১৬ জুন ঢাকা কলেজে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুটি পক্ষের মধ্যে আবার সংঘর্ষ হয়। সে ক্ষেত্রেও মুখ্য বিষয় ছিল চাঁদাবাজি।